দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 14 JUN 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 2

মির্জাপুরে কলেজের 'এসএমএস প্রতারণার' শিকার ৯২ শিক্ষার্থী

■ মীর আনোয়ার হোসেন টুটুল, মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা

মির্জাপুর উপজেলার বংশাই স্কুল এন্ড কলেজের বিরুদ্ধে 'এসএমএস প্রতারণার' গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগে জানা গেছে, কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এ বছর এসএসসি পাস ৯২ জন শিক্ষার্থীর অজান্তে প্রতারণামূলকভাবে অনলাইনে এসএমএস-এর মাধ্যমে তাদের সেই কলেজেই একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন জমা দিয়েছে। ফলে ৯২ জন শিক্ষার্থীর ভাল কলেজে ভর্তি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ভাল কলেজে ভর্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় ক্ষুব্ধ অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে গিয়ে প্রতিবাদসহ কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে অনতিবিলম্বে ছাত্র-ছাত্রীদের নামে করা এসএমএস বাতিলের দাবি জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করবে বলে জানিয়েছে। গতকাল শনিবার বংশাই স্কুল এন্ড কলেজে গিয়ে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে।

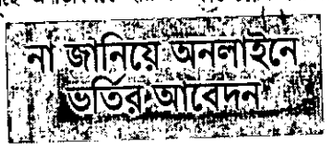

বংশাই স্কুল এন্ড কলেজ সূত্র এবং প্রতারিত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জানান, ২০১৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় বংশাই স্কুল এন্ড কলেজ থেকে ৯২ জন ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন গ্রেড নিয়ে এসএসসি পাস করে। এদের মধ্যে বিজ্ঞানে ১৬ জন, মানবিকে ৪ জন এবং ব্যবসায় শাখায় ৬২ জন। শিক্ষার্থীরা জানায়, এ বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষার্থীদের জন্য এসএমএসের মাধ্যমে ভাল কলেজে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি করে।

শিক্ষার্থীরা এসএমএসের মাধ্যমে কোনো একটি কলেজ প্রথম পছন্দ হিসেবে উল্লেখ করে সর্বোচ্চ ৫টি কলেজে আবেদন করতে পারবে। সে অনুযায়ী বংশাই স্কুল এন্ড কলেজের এসএসসি পাস ৯২ জন শিক্ষার্থী ভাল কলেজে ভর্তির আশায় গত কয়েক দিন ধরে মোবাইল ফোনের দোকানে ও বিভিন্ন কম্পিউটার সেন্টারে গিয়ে অনলাইনে এসএমএসের মাধ্যমে ভর্তির আবেদন করতে যায়। কিন্তু অনলাইনে আবেদন করতে গিয়ে দেখে তাদের এসএমএস জমা হয়ে গেছে। পরে স্কুলে গিয়ে জানতে পারে কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রতারণামূলকভাবে তাদের অজান্তে গত ৬-৭ দিনের মধ্যে শিক্ষার্থীদের ভর্তির আবেদন অনলাইনে এসএমএস করে দিয়েছে। এই ঘটনা জানাজানি হলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বংশাই স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আমজাদ হোসেন ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আলাউদ্দিন আল আজাদসহ কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

প্রতারণার শিকার ঐ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী সুমন সিকদার, মধু, শামীম, সোহাগ, মমতাজ ও লিমাসহ অনেকেই অভিযোগ করে, কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোঃ আমজাদ হোসেন, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আলাউদ্দিন আল আজাদসহ কমিটির অপর সদস্যরা এবং অফিস সহকারী তাদের নম্বরপত্র ও সনদপত্রসহ ভর্তির যাবতীয় কাগজপত্র আটকে ৯২ জন শিক্ষার্থীর নাম ও রোল নম্বর দিয়ে বংশাই স্কুল এন্ড কলেজকে 'ফার্স্ট চয়েস' দেখিয়ে অনলাইনে এসএমএস দিয়েছে। ফলে তারা অন্য কোন ভাল কলেজে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা জানায়, তারা টাঙ্গাইলের মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান কলেজ, টাঙ্গাইল কুমুদিনী সরকারি মহিলা কলেজ, ভারতেশ্বরী হোমস, বাঁশতৈল খলিলুর রহমান কলেজ, মির্জাপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসহ রাজধানী ঢাকার বেশ কয়েকটি ভাল কলেজে ভর্তির জন্য কোচিংসহ ভালভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বংশাই স্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ জালিয়াতি করায় তাদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তারা কলেজ কর্তৃপক্ষের এসএমএস বাতিলসহ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জোর দাবি জানিয়েছে।

এ ব্যাপারে বংশাই স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. আমজাদ হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারবো না। ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৯২ জন শিক্ষার্থীর ভর্তির জন্য অনলাইনে এসএমএস করা হয়েছে। ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আলাউদ্দিন আল আজাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ভর্তির ব্যাপারে আমার তেমন জানা নেই। আগামীকাল জরুরি সভা আহবান করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন কলেজে ভর্তিতে যাতে কোন সমস্যা না হয় সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এ ব্যাপারে মির্জাপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মাসুম আহমদ বলেন, তদন্ত সাপেক্ষে এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হবে।